আমাদের সময়

তারিখ ... 03 OCT. 2015...
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম ...[illegible]...

উচ্চ শিক্ষাবঞ্চিত যমুনার চরাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা

১৩ গ্রামে মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ নেই

প্রদীপ মোহন্ত ও মামুনুর রশীদ মামুন, বগুড়া ●

বগুড়ার সোনাতলা উপজেলার পাকুল্লা ও তেকানী চুকাইনগর ইউনিয়নের চরাঞ্চলের ১৩টি গ্রামে স্বাধীনতার প্রায় ৪৫ বছরেও কোনো মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। ফলে চরাঞ্চলের ছেলেমেয়েরা উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যমুনা নদীর মধ্যবর্তী ওই দুটি ইউনিয়নের ১৩টি গ্রাম অবস্থিত, যেখানে বসবাসকারীদের ৯৫ শতাংশ মানুষই দারিদ্র্যসীমার নিচে রয়েছে। সেই পরিবারের মেধাবী সন্তানরা মা-বাবার আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়ছে। বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলার যমুনা ও বাঙ্গালী নদীবেষ্টিত ইউনিয়ন দুটি হচ্ছে তেকানী চুকাইনগর ও পাকুল্লা। ওই দুটি ইউনিয়নে ৫০ হাজারের বেশি জনসংখ্যা। ভোটার প্রায় ৩০ হাজার। এ দুটি ইউনিয়নের বেশির ভাগ ভূখণ্ড যমুনা নদীর মধ্যবর্তী।

দুটি ইউনিয়নে চরাঞ্চলের সরলিয়া, মহনপুর, চরচুকাইনগর, খাবুলিয়া, ভিকনেরপাড়া, পূর্ব তেকানী, খাটিয়ামারী, পূর্ব সুজাইতপুর, বালুয়াপাড়া, রাধাকান্তপুর, মির্জাপুর, আচারেরপাড়া, পাকুল্লা ঘুরে দেখা গেছে, ওই চরের ১৩টি গ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয় কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ নেই। এ ব্যাপারে সরলিয়া চরের বাসিন্দা শামছুল হক, আজাদুল ইসলাম, জরিনা বেগম ও মহনপুর চরাঞ্চলের বাসিন্দা সাইফুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, সাজেদা বেগম জানান, সরকার আসে সরকার যায়। তাদের নেতাকর্মীরা প্রতিশ্রুতি দেন। এভাবেই স্বাধীনতা-পরবর্তী দীর্ঘ প্রায় ৪৫ বছর অতিবাহিত হলেও চরাঞ্চলবাসীর ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠা হয়নি মাধ্যমিক কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

তারা আরও জানান, চরাঞ্চলের বাসিন্দাদের ছেলেমেয়েরা কোনো রকমে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষাজীবন শেষ করে উচ্চ বিদ্যালয় না থাকায় জীবনের গতি পরিবর্তন করতে হয়। আবার কিছু কিছু পরিবারের সন্তানরা ৮-১০ কিলোমিটার দূরে যমুনা নদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হয়। বর্ষা মৌসুমে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হলেও শুষ্ক মৌসুমে দীর্ঘ বালুময় পথ অতিক্রম করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াত করতে হয়। ফলে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।